অ্যারিস্টোফেনিসের হাতে মারাত্মক আকার ধারণ করে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছলে তিনি উন্নততর সাহিত্যাদর্শের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ করেছেন।

প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ ৪২৮-৩৪৭)

বিশ্বমনীষীর গুরুস্থানীয় প্লেটো গত আড়াই হাজার বছর ধরে মননের ক্ষেত্রে অখণ্ড মহিমায় বিরাজ করছেন। জগৎ, মানবজীবন ও দিব্যজীবনের এমন সমীকরণ তাঁর পূর্বে পশ্চিম-জগৎ কল্পনাও করতে পারত না, তাঁর পরেও তাঁর ভাণ্ডার থেকে য়ুরোপ প্রচুর আহরণ করেছে। তিনি নিত্যশুদ্ধ নৈতিক জীবন ও কৈবল্যতত্ত্বকে (The Absolute) যৌক্তিকতা ও দার্শনিকতার বাতায়ন থেকে নিরীক্ষণ করেছেন; শুধু নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিলাসিতা নয়, উচ্চ আদর্শের মানসিক রূপনির্মিতিও নয়,—তিনি বিশুদ্ধ আদর্শকে মানবজীবনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। রাজনীতি তাঁর কাছে জীবনবহির্ভূত নীতিমাত্র ছিল না, রাজনীতি ও জীবননীতির বৈষম্য দূরীভূত করবার চেষ্টায় তিনি অত্যাচারী শাসক দ্বিতীয় ডাইয়োনিসিয়াসকে সদুপদেশের দ্বারা পরিচালিত করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হন। এর পর তিনি আর প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে অবতরণ করেন নি। এথেন্সের অদূরে 'অ্যাকাডেমি' স্থাপন করে তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিতরণে অতিবাহিত করেন। পৃথিবীর অধুনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সার্থকরূপ তাঁর অ্যাকাডেমিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

তিনি সিসিলি ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ জ্যামিতিক পিথাগোরাসের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর জ্যামিতিতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। মানবচিন্তাপ্রণালী যে জ্যামিতিতত্ত্বের মতো যুক্তির ঋজু পথ ধরে পরিণতির দিকে অভ্রান্ত গতিতে চলেছে, নিশ্চয় তাঁর সে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ মনন

ও উদার কল্পনাশক্তি কিছু জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে তিনি নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং সেই আলোচনায় তাঁর যুক্তিপূর্ণ সাত্ত্বিক মন কিছু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর নামে যে সমস্ত রচনা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে প্রায় সবটাই উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। তাঁর গুরু সক্রেটিস এবং শিষ্যদের কথোপকথনের রীতিতে তিনি নানা তত্ত্ব, দর্শন ও নীতির কথা ব্যাখ্যা করেছেন। এই রকম ৪২টি 'কথোপকথনে'র (*Dialogue*) সন্ধান পাওয়া গেছে। পণ্ডিতদের মতে এর মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষেপ আছে; অনুমান মোট ২৭-২৮টি 'কথোপকথন' প্লেটোর রচনা। তাঁর তিনটি 'কথোপকথনে' সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচিত হয়েছে: (১) *Phaedrus* (২) *Ion* এবং (৩) *Republic*।

উল্লিখিত আলোচনাগুলি পড়লে প্লেটোর তীক্ষ্ণ মনন সম্বন্ধে কিছু হতাশ হতে হবে। যাঁর রচনা গদ্য হয়েও কাব্য ও নাট্যরসে দ্রবীভূত, বর্ণনাভঙ্গিমা ও বক্রোক্তি এখনও সুখপাঠ্য, তিনি সাহিত্যতত্ত্বের অন্তঃপ্রদেশে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবেশ করেন নি—এটাই পরিতাপের কথা। তিনি মূলতঃ সামাজিক ও মানসিক নীতিচর্যার দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং সাহিত্যের দ্বারা জীবননীতিকে সংশোধিত ও সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন।

প্লেটোর উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্যতত্ত্বের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। *Phaedrus* ও *Ion*-এ তিনি প্রধানতঃ কাব্য-সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা (Inspiration) এবং অনুকরণের (*Mimesis*—imitation) স্থান সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। প্রথম দুটিতে তিনি পাঠক ও কবির প্রতি কিছু সহানুভূতি রক্ষা করতে পেরেছেন—অন্ততঃ *Phaedrus*-এ প্লেটোর মন নীতির চাপে ততটা সঙ্কুচিত হয় নি। *Phaedrus*-এ বর্ণিত সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথা হল: কবিরা যেন ঐশ্বরিক প্রভাবান্বিত দিব্যোন্মাদ। তাঁরা সাধারণ লোকের মতো নন,—না মনের দিক দিয়ে, না ভাষার দিক

দিয়ে। লোকে যেমন ভূতগ্রস্ত হয়ে অসম্বদ্ধ কথা বলে—কবিরাও ঠিক সেই রকম। তবে তাঁরা দিব্যশক্তির (*Theia dunamis*) বশে কখনও নবীর মতো অদৃশ্য অধৃষ্য ভাগবত প্রতিভার অধিকারী হন, কখনও-বা উন্মাদের মতো অসম্বদ্ধ মূঢ়তার দ্বারা আবিষ্ট হন। *Phaedrus* থেকে একটু উল্লেখ উদ্ধৃত হচ্ছে :

> তৃতীয় প্রকারের উন্মত্ত হলেন কবিরা—যাঁরা কল্পনার দ্বারা আবিষ্ট হন। এই উন্মত্ততা কবিদের কোমল পবিত্র অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তাঁদের কল্পনাশক্তিকে এমনভাবে উদ্দীপিত করে যে, তাঁদের গীতিপ্রতিভা এবং অন্যান্য ধরনের সাহিত্যপ্রতিভা জাগ্রত হয়। কবিরা এই শক্তির বলে প্রাচীন বীরপুরুষদের কাহিনী এমন ভাবে বিবৃত করেন যে, পরবর্তিকালে তা থেকে মানুষ অনেক শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু যে কবির মনে কল্পনার উন্মত্ততা প্রবেশ করে নি, তিনি হয়তো মনে করতে পারেন, তিনি শুধু আঙ্গিক বা রচনাকৌশলের দ্বারা কাব্য সৃষ্টি করতে পারবেন ; প্রকৃতপক্ষে তা হয় না—অনুপ্রেরণার উন্মত্ততা ব্যতীত কাব্যসৃষ্টি হয় না। সাধারণ মানুষ কি উন্মত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে ? (ভাবানুবাদ)

এখানে লক্ষণীয় যে, প্লেটো কল্পনার উন্মত্ততার ওপরে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উন্মত্ততা না এলে কাব্যসৃষ্টি হয় না—এ সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন ; তবে 'সাধারণ মানুষ কি উন্মত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে'—এই উক্তিতে বোঝা যাচ্ছে এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল—কাব্যসৃষ্টি একরকমের পাগলামি—অবশ্য ঐশ্বরিক পাগলামি। পরবর্তী 'কথোপকথনে' তিনি যে সাহিত্যের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন, *Phaedrus*-এর এই আলোচনায় তার বীজ উপ্ত হল।

Ion গ্রন্থে প্লেটো আরও বিস্তারিত ও তীক্ষ্ণভাবে অনুপ্রেরণার কথা বলেছেন। আয়োন ছিলেন একজন আবেগোন্মত্ত কথক (Rhapsodist)। তিনি অতিশয় হোমর ভালবাসতেন, তাঁর কাব্য সোচ্ছ্বাসে আবৃত্তি করতেন, কখনও কাঁদতেন, কখনও হাসতেন।

শ্রোতারাও তাঁর আবৃত্তি শুনে অনুরূপ আবেগে ভেসে যেত। আয়োনের সঙ্গে সক্রেটিসের কাল্পনিক কথোপকথন এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য। প্লেটো দেখালেন যে, কবিরা যে ঐশ্বরিক আবেশের বশে কাব্য রচনা করেন, আয়োন-ও অনুরূপ আবেগ ও আবেশের দ্বারা হোমর আবৃত্তি করেন। এ বিষয়ে প্লেটোর উক্তি স্মরণীয় : "ভগবান কবিদের মনকে নিজে গ্রহণ করেন এবং কবিদের নিজের বাণীবাহকে পরিণত করেন ; তাই কবিরা যা বলেন, লেখেন—তা তাঁদের কথা নয়। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের ফলেই তাঁরা কি বলেন, তা তাঁরা জানেন না। কারণ ভগবানই নিজের কথা কবিদের দ্বারা বলিয়ে নেন।...সুতরাং কবিরা হলেন ভগদ্বাণীর ব্যাখ্যাতা, এর দ্বারাই তাঁরা আবিষ্ট হন।" (ভাবানুবাদ) এ কথার উত্তরে আয়োন সক্রেটিসের কাছে স্বীকার করে বললেন, "এ কথাটা আমারও মনে লাগছে। আমি স্বীকার করছি, আমি যখন করুণ ঘটনা আবৃত্তি করি, তখন আমার চোখ জলে ভরে আসে, যখন বীভৎস ভয়ঙ্কর ঘটনা আবৃত্তি করি তখন আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে, বুক ধড়ফড় করতে থাকে।" এই কথার উত্তরে সক্রেটিস বললেন, "কোন কোন লোক যখন দেবমন্দিরে বলি দেখতে যায় বা কোনো উৎসবে অংশ গ্রহণ করে, তখন তার মনে একটা অদ্ভুত ভাব জাগে। সে মনে করে, তার দামিদামি পোশাক, সোনার মুকুট কেউ কেড়ে নেবে, —যদিও সত্যি সত্যি কেউ কেড়ে নিচ্ছে না—তবু সে সেইরকমভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। তাকে কী বলা যাবে? সে কি তখন সুস্থ মস্তিষ্কের অবস্থায় আছে? তেমনি যে কবি অনুপ্রেরণার বশে এবং ভাগবত নির্দেশের চাপে সেইরকম মনোভাবের আশ্রয় নেয়, সেও কি সুস্থ স্বাভাবিক মনের পরিচয় দেয়? সুতরাং যা বাস্তবে নেই, ঐশ্বরিক নির্দেশ বা অনুপ্রেরণা যাই হোক না কেন,—কবিরা সেই ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে উন্মত্তে পরিণত হয়, আর না হলে হয় মিথ্যাচারী, অসাধু।"[২]

২ স্থানসঙ্কোচনের জন্য মূল উক্তিকে সংক্ষেপে ভাষান্তরিত করতে হয়েছে।

সক্রেটিস ও আয়োনের এই উক্তিপ্রত্যুক্তির সাহায্যে প্লেটো কাব্যনির্মিতিকে প্রধানতঃ ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা বলেছেন। এতে তাঁকে শিল্প ও সাহিত্যের গুণগ্রাহী ও বন্ধু বলে মনে হবে।[৩] বাহ্যতঃ এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্লেটো যে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার কথা বলেছেন, তা শিল্প ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—যদিও একটু ঈশ্বর-ঘেঁষা। 'কবিবাণীই ভগবদ্বাণী'—প্লেটোর এ কথাতে আমাদের উল্লসিত হবারই কথা।

কিন্তু একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, তিনি সূক্ষ্মভাবে শিল্প ও সাহিত্যের বিরোধিতাই করেছেন। প্রথমতঃ তাঁর মতে কবিগণ উন্মত্ততার আবেশে কি বলেন তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না—হোক সে আবেশ ঐশ্বরিক। অর্থাৎ শেক্‌সপীয়রের ভাষায়—

> The lunatic, the lover and the poet
> Are of imagination all compact.....

দ্বিতীয়তঃ কবিকে তিনি মিথ্যাচারী বলেছেন। বাস্তবে কিছু নেই, অথচ তদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে কবিরা আয়োনের মতো কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও ভয়ের বশীভূত হন—এ একপ্রকার মিথ্যাচার ছাড়া কি? তাই *Ion*-এ প্লেটো শিল্পের যথার্থ স্বরূপকেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। তিনি যখন কবিশিল্পীকে পাগল ও মিথ্যাবাদী বলেছেন, তখন তাঁকে আর যাই বলা যাক, কিছুতেই শিল্পের বন্ধু বলা যাবে না।

প্লেটোর তৃতীয় গ্রন্থ *Republic*-এ কবিসাহিত্যিকের বিরুদ্ধে নির্মমতম কটূক্তি আছে। তিনি তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র (Republic) থেকে মিথ্যাচারী কবিসাহিত্যিকদের নির্বাসিত করবেন, *Republic* গ্রন্থে খুব সুদৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন। এই গ্রন্থটি তাঁর মধ্যজীবনে গৌরবের চরম সময়ে লেখা হয় এবং এতে তাঁর পরিপক্ক মনের ছাপ পড়েছে। সুতরাং এতে বর্ণিত মতামতকে তাঁর

---

[৩] *The Principles of Art*-এর গ্রন্থকার R. G. Collingwood প্লেটোকে শিল্পসাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন।

চূড়ান্ত অভিমত বলে গ্রহণ করা যায়। এর ২য়, ৩য় এবং ১০ম অধ্যায়ে প্লেটোর শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে মতামত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

প্লেটো এই সময়ে সামাজিক ও নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি একটি আদর্শ রাষ্ট্রের (Republic) পরিকল্পনা করেন। *Republic* গ্রন্থের ২য় অধ্যায় থেকে ৭ম অধ্যায় পর্যন্ত আদর্শ রাষ্ট্রের যে বর্ণনা আছে, তাতে ন্যায়পরতা ও সুবিচারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচালক হবেন বীরপুরুষ ও দার্শনিক; তাঁদের বলা হয়েছে জন-অভিভাবক (The Guardians)। এমন রাষ্ট্রে কবির স্থান হতে পারে না; কারণ কবিরা শুধু মিথ্যাই বলেন না, মিথ্যাকে সুন্দর করে বলেন, জনমনোলোভন করে অবাস্তব মিথ্যাকে সুসজ্জিত করেন।

একজন ছুতোর যখন কাঠের চৌকি তৈরি করে, তখন সে কী করে? প্লেটোর মতে, জগতে একটা চৌকি আছে যা ঈশ্বরসৃষ্ট। ছুতোর সেই আদিতম চৌকির একটা নকল তৈরি করে। আবার শিল্পী বা সাহিত্যিক চৌকির ছবি আঁকতে হলে বা চৌকির বিষয়ে কিছু লিখতে হলে ছুতোরের তৈরী চৌকির শৈল্পিক নকল করেন। অর্থাৎ শিল্পিসাহিত্যিক নকলের নকল করেন। কাজেই কোন দিক দিয়ে তাঁদের স্রষ্টা বলা যায় না। "All the poets are imitators of images of virtue and of all the other subjects on which they write, and do not lay hold of truth." পরিশেষে সক্রেটিস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন:

১। নকলকারী কবিশিল্পী নকলকরা বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

২। অনুকরণ একপ্রকার কৌতূহলজনক আনন্দপ্রদ ব্যাপার, গভীরতর চিত্তপ্রবৃত্তি নয়।

৩। যারা কাব্য বা নাটক লেখে তারা সকলেই বড়ো দরের নকলনবীশ।

কবিরা শুধু নকলনবীশ নন, তাঁরা মিথ্যাচারী অসাধু। হোমর হেসিয়ড—এঁরা দেশপূজ্য কবি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এঁরা কি পূজা পাবার উপযুক্ত? তাঁরা জগদ্‌বরেণ্য দেবদেবীকে কুৎসিত করে এঁকেছেন। হোমরের দেবতারা প্রতিহিংসাপরায়ণ, নির্মম, মিথ্যাবাদী, কামুক এবং নিজেরাই দ্বন্দ্বকলহে মত্ত। ন্যায়াধীশ দেবতারা কখনও এমন দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারেন? অথচ হোমর তো এইভাবেই চিত্রিত করেছেন। বীরপুরুষের চরিত্র অঙ্কনেও কি তিনি সুবিচার করতে পেরেছেন? একিলিস-প্রায়ামের মতো বীরপুরুষেদেরও তিনি হাপুস নয়নে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন। সুতরাং প্লেটোর মতে হোমর ও হেসিয়ড তাঁদের কাব্যে দুর্নীতিই প্রচার করেছেন। এমন কবিশিল্পীকে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে কি করে স্থান দেবেন?[৪] কাব্যকে যদি প্রবেশাধিকার দিতেই হয়, তাহলে যে কবি শুধু দেবতা ও মহামানবের গুণগান করেন, কেবল তাঁরই ঠাঁই মিলবে ঐ আদর্শ রাষ্ট্রে।

প্লেটো রাষ্ট্রনীতি, সামাজিকতা ও চরিত্রনীতির দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হয়েছিলেন বলে সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথাগুলো ধরতে পারেন নি। শিল্প ও সাহিত্য স্বভাবের যথাযথ নকল নয়; তা আরেক প্রকার সৃষ্টি। এই সত্যটি বুঝতে অপারগ হয়েছিলেন বলে তিনি সাহিত্য ও শিল্পের স্বরূপ নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে সমালোচনার ইতিহাস থেকে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। তিনিই সর্বপ্রথম নিয়মানুগতভাবে সাহিত্যতত্ত্ব

---

৪ *Republic*-এ প্লেটো সক্রেটিসের জবানিতে কবিদের আদর্শ রাষ্ট্র থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলেছেন—"Then we may now with justice refuse to allow him entrance to a city which is to be well governed, because he arouses and fosters and strengthens this part of the soul and destroys the reasoning part. Like one who gives a city over into the hands of villains, and destroys the better citizens, so we shall say that the imitative poet likewise implants an evil constitution in the soul of each individual; he gratifies foolish element in it, that which cannot distinguish between great and small but thinks the same things are sometimes great and sometimes small and he manufactures images very far removed from the truth." (Chap.X)

বিচার করেছিলেন—যদিও সে বিচার অস্বচ্ছ দৃষ্টির জন্য অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর মূল্য বক্তব্য হল দুটি; (১) অনুকরণ (২) অনুপ্রেরণা। 'অনুকরণ'-তত্ত্ব যদিও পরবর্তিকালে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর অবলম্বিত 'অনুপ্রেরণা', যা সক্রেটিস আয়োনকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক কথা এবং অত্যন্ত মূল্যবান অংশ। অবশ্য কেউ কেউ প্লেটোর প্রতি অতিভক্তিবশতঃ তাঁর অনুকরণতত্ত্বকে (*Mimesis*) প্রশংসা করে বলতে চান যে, আধুনিক কালে যাকে আমরা বাস্তববাদ বলি, তা নাকি প্লেটোর মধ্যেই প্রথম ধরা পড়ে। বাস্তবতা যেমন বাস্তবধর্মী সাহিত্যের মূল লক্ষ্য, তেমনি বহু পূর্বে প্লেটোও বলেছিলেন যে, সাহিত্যিক বস্তুর নকল করেন। এ বিষয়ে আমাদের মনে হয় যে, প্রথমতঃ বাস্তবতাই সাহিত্যের একমাত্র পরিণতি নয়। দ্বিতীয়তঃ প্লেটোর *mimesis* এবং আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের বাস্তবতা এক জিনিস নয়। প্লেটোর মতে শিল্প ও সাহিত্য বাস্তবের ছায়া অনুসরণ করে বলেই তা নকলের নকল এবং দুর্বল। আধুনিক বাস্তবপন্থী সাহিত্যিকের কাছে বাস্তবতাই সাহিত্যের একমাত্র গুণ। একজনের কাছে যা হানিকর দোষ, অপরের কাছে তা আদরণীয় গুণ। প্লেটোর মতামত আজ হয়তো স্বীকৃতি পাবে না, তবে তিনি আমাদের মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক নানাবিধ প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন বলে চিরকাল মানব-মননে বেঁচে থাকবেন।

অ্যারিস্টট্‌ল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২)

প্লেটোর যোগ্যশিষ্য অ্যারিস্টট্‌ল য়ুরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত। গুরুর অ্যাকাডেমির সেরা ছাত্র এবং গুরুর একান্ত অনুরাগী হয়েও তিনি একলব্যের মতো নিজের আঙুল কেটে শিষ্য-কৃত্য করেন নি। তিনি প্লেটোর শিল্পতত্ত্বকে নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করেছেন, এবং প্রায়শঃই প্রতিবাদ করে যেভাবে শিল্পের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, য়ুরোপে বহু শতাব্দী